আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখঃ (১২ আগস্ট , ২০২০) বুলেটিন নং ১৭১	১২ আগস্ট হতে ১৬ আগস্ট , ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০৮ আগস্ট হতে ১১ আগস্ট , ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৮ আগস্ট	০৯ আগস্ট	১০ আগস্ট	১১ আগস্ট	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	১.০	২.০	৩৯.০	০.০-৩৯.০ (৪২.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৮	৩৩.০	৩২.৫	৩০.৫	৩০.৫-৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৭.০	২৭.০	২৭.০	২৬.০-২৭.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৩.০-৯০.০	৬৯.০-৯৩.০	৭৩.০-৯৩.০	৮৭.০-৯৮.০	৬৯-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১১.১	১৩.০	১৪.৮	১৩.০	১১.১-১৪.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৬	৬	৭	৬-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১২ আগস্ট হতে ১৬ আগস্ট , ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৩৪.১ (৬৩.২)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.১-৩০.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.২-২৫.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৬.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৬-৫.৪
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার শেষার্ধে বৃষ্টি /ব্রজসহ বৃষ্টি প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে মাঝারী ধরনের ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

কাইচ থোড় থেকে ফুল পর্যায়-

- জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন কাইচ থোড় পর্যায়ে।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারনে ফসলে পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমনের সম্ভাবনা বেশী থাকে, সেইজন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমনের বিষয়ে।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমন দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমন না করতে পারে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারা রোপণ করার আগে পাতার অগ্রভাগ কেটে দিন কারণ এই পোকা সেখানে ডিম পাড়ে।
- জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।
- বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- মাজড়া পোকা দমনের জন্য প্রতি ২.৫ শতাংশ জমির জন্য একটি করে খুঁটি পুতে রাখুন।
- হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের পানি যেন বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন।
- রোপণের আগে চারা ধোয়ার পর শোধন করে নিন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।

- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- খোল পোড়া রোগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আক্রান্ত জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এই সময়ে মাজড়া পোকা, পামরী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, ব্লাস্ট রোগ, ব্যাকটেরিয়া জনিত পোড়া রোগ, পাকা পোড়ানো রোগ, খোলপোড়া রোগ সহ অন্যান্য রোগ-পোকামাকড়ের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে এবং তাই নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন। আকাশ পরিষ্কার না হলে সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, পটল ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ এর জমি আগাছা মুক্ত করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ছোট পলিব্যাগ / মাটির থলেতে / ভাঙা প্লেটে রোপন কৃত লাউ, দেশি শিম, বেগুন এবং অন্যান্য সবজি চারা ২৫-৩০ দিন বয়সী হলে বা ৩-৫ পাতার চারা হলে জমিতে রোপন করুন।
- সবজির জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের কারণে কলা গাছে সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা লীফ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কলাগাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও জাগ দেওয়া সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে পাটের আঁশ শুকিয়ে নিন।

পান:

- গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বোর্দো মিক্সচার ব্যবহার করুন।
- বরজের ভেতরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পুরাতন গাছ থেকে পান সংগ্রহ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে গোড়া পঁচা, কান্ড পচাঁ রোগ আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে গর্তে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে যেন বৃষ্টির পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
- পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান গরম আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে গোয়ালঘড়ের উপর পানি দিয়ে স্প্রে করুন। গামবু রোগের প্রাদুরভাব বর্তমান গরম আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে আক্রান্ত করতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য:

- পানি দূষন যেন না হয় সেজন্য অতিরিক্ত খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।